কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং-১২.০১.০০০০.০২৫.১৬.৬৮.২০১৭.৮৬১১ তারিখঃ ০২/০৮/২০১৮

বিষয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য তথ্য প্রেরণ।

সূত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৫ অধিশাখার স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০২৬.১৬.০০২.১৮.৪২৩৩; তারিখঃ ১৫.৭. ২০১৮ খ্রিঃ।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ১ (এক) প্রস্থ প্রতিবেদন (২২) পাতা।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ মহসীন)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৯১৪০৮৫০
ই-মেইল:dg@dae.gov.bd

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ : উপসচিব, উপকরণ-২ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির জন্য
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য

ক. ভুমিকাঃ

- **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গঠনের প্রেক্ষাপট**

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারের কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোন কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত ''প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শণ (টিএন্ডভি)'' পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভিশন:**
  টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি

- **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মিশন:**
  শস্য বহুমূখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

- **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ**

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি
৩. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন
৫. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন

- **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ**

১. কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. দক্ষতার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

- **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যাবলী**

১. কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম
২. কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ
৩. বীজ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ
৪. মৃত্তিকা জরিপ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা ও সুপারিশ
৫. কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন
৬. কৃষিতে সহায়তা ও পূর্নবাসন
৭. কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বিতরণ, উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনা
৮. ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম এবং
৯. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

খ. প্রতিষ্ঠানের জনবল:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৬ টি হর্টিকালচার সেন্টার ও একটি মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূর্ণগঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,০৪২ । ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৪২৮ জন কর্মকর্তা ও ৫২ জন কর্মচারী পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৫০ জন ও কর্মচারী ১১২ জন। নিম্নে গ্রেড অনুযায়ী ছকে প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণ প্রদান করা হলঃ

ছক-১: প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	১	০	
২	গ্রেড ২	৮	৮	০	
৩	গ্রেড ৩	৪৫	৪২	৩	
৪	গ্রেড ৪	-	-	-	
৫	গ্রেড ৫	৩১২	৩০৪	৮	
৬	গ্রেড ৬	১২৫৩	৮৩৭	৪১৬	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	১২৯৮	৫৩৫	৭৬৩	

১০	গ্রেড ১০	৫৪৭	৩২৪	২২৩	
১১	গ্রেড ১১	১৪৯০১	১২২০১	২৭০০	
১২	গ্রেড ১২	৬	৬	০	
১৩	গ্রেড ১৩	৩৪৩	৫৮	২৮৫	
১৪	গ্রেড ১৪	৮৩০	৩০৬	৫২৪	
১৫	গ্রেড ১৫	১	১	০	
১৬	গ্রেড ১৬	১৯২০	৯৩৭	৯৮৩	
১৭	গ্রেড ১৭	১৯	১৯	০	
১৮	গ্রেড ১৮	৫০২	২২৫	২৭৭	
১৯	গ্রেড ১৯	১৭	১৭	০	
২০	গ্রেড ২০	৩৭১১	২৭৭১	৯৪০	
আউট সোর্সিং		৩২৮	০	৩২৮	
	মোট	২৬০৪২	১৮৫৯২	৭৪৫০	

গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্রে (বিপিএটিসি)তে ৬৫তম, ৬৬তম ও ৬৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ৬৫তম কোর্সে ২০০জন,৬৬তম কোর্স ৩৬ জন ৬৭তম কোর্সে ১৫ জন সহ মোট ২৫১ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমিতে আয়োজিত ট্রেনিং ইন বাজেটিং এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম (টিবাস)-২৯, ৩০ ও ৩১-এ ডিএই হতে মোট ২১ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৪ টি সরকারী এটিআই ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৯২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ছক-২(ক) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীন	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৫৯১৮	-	৫৪	৪৬৬	৬৪৩৮	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	২২২১৮	-	-	৩১৩	২২৫৩১	
	মোট	২৮১৩৬	-	৫৪	৭৭৯	২৮৯৬৯	

ছক-২ (খ) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	-	-	-	-	

ছক-২ (খ) : বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৮	১১	১৪০	১৫৯	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	৮	১১	১৪০	১৫৯	

ঘ. প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

-

- **ছক-৩ : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ**

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ´বছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিকটন)	২০১৭-১৮ অর্থ´বছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মন্তব্য
১	ক) আউশ	২৬.৫০	২৭.০৯৭	ডিএই প্রাক্কলিত
	খ) আমন	১৩৮.৬৪	১৩৯.৯৩৮	”
	গ) বোরো	১৯০.৪১	১৯৫.৭৫৮	”
	মোট চাল	৩৫৫.৫৫	৩৬২.৭৯৩	”
২	গম	১২.৮০	১১.৫৩০	”
৩	ভুট্টা	৩৮.২০	৩৮.৯২৭	”
৪	আলু	১০০.০০	১০৩.১৭	”
৫	মিষ্টি আলু	৮.৪০	৬.৫৫৩	”
৬	পাট	৮৮.৩৭	৮৮.৯৪৭	ডিএই ও বিবিএস সমন্বিত
৭	সবজি	১৬২.৫৯	১৫৯.৫৪৩	”
	তৈল জাতীয় ফসল			
৮	সরিষা	৭.২২	৬.০৫২	”
৯	চীনাবাদাম	১.৫৪	১.৪৩২	”
১০	তিসি	০.০৫০	০.০৩৪	”
১১	তিল	০.৯৩	০.৯৪৫	”
১২	সয়াবিন	১.৫২	১.১৯৬	”
১৩	সূর্যমূখি	০.০৯	০.০৪২	”
	মোট তেল	১১.৩৫	৯.৭০১	”
	ডাল জাতীয় ফসল			
১৪	মসুর	৩.৬২.	২.৩৮২	”
১৫	ছোলা	০.০৬	০.০৭৭	”
১৬	মুগ	২.৪৯৫	২.৮৮৮	”
১৭	মাসকলাই	০.৮৩	০.৮৬৮	”

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ´বছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিকটন)	২০১৭-১৮ অর্থ´বছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মন্তব্য
১৮	খেসারি	৩.০৫	৩.৫২৯	”
১৯	মটর	০.১৪	০.১৪	”
২০	অড়হড়	০.০০৫২	০.০০৫	”
২১	ফেলন	০.৬১	০.৪৯৭	”
	মোট ডাল	১০.৮১	১০.৩৮৬	”
মসলা জাতীয় ফসল				
২২	পিঁয়াজ	২১.৬০	২৫.৪২১	”
২৩	রসুন	৬.৮৬	৬.৮৯৪	”
২৪	ধনিয়া	০.৬২	০.৩৬৬	”
২৫	মরিচ	২.৮৫	২.৮৩৫	”
২৬	আদা	২.৪৩	২.২৭	”
২৭	হলুদ	১.৭৬	১.৬২	”
	মোট মসলা	৩৬.১২	৩৯.৪০৬	”
				”

- পাটের উৎপাদন লক্ষ বেল।

- **ছক-৪ : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**

কার্যক্রম		**একক**	**মোট অর্জন (জুলাই/১৭-জুন/১৮ পর্যন্ত)**
উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ	প্রশিক্ষিত কৃষক	সংখ্যা (লক্ষ)	৭.৩৭
	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা	সংখ্যা	২২৩৮২
	জনপ্রিয় জাত দ্বারা স্থাপিত প্রদর্শনী	সংখ্যা (লক্ষ)	২.৪২
	নতুন উদ্ভাবিত জাত দ্বারা স্থাপিত প্রদশর্নী	সংখ্যা	৮৭৭৪০
	সম্প্রসারিত জাত ও প্রযুক্তি	সংখ্যা	১০
	আয়োজিত মাঠ দিবস/ চাষী র‍্যালী	সংখ্যা	১৮৭০৭
	কৃষি মেলা	সংখ্যা	৫৩৭
	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন	সংখ্যা	১০৪০
	আয়োজিত সেমিনার/ ওর্য়াকশপ	সংখ্যা	১৩৯
কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা প্রদান	গঠিত কৃষক গ্রুপ/ক্লাব	সংখ্যা	১১৭৬
	ইউনিয়ন পর্যায়ে অনলাইন সেবা চালু	সংখ্যা	১
খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে সভা ও কর্মশালার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি	প্রশিক্ষিত ব্যক্তি/কৃষক	সংখ্যা	১৪২৯০
	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১৩০৪
	আয়োজিত সভা/ ওর্য়াকশপ	সংখ্যা	১০

কার্যক্রম		একক	মোট অর্জন (জুলাই/১৭-জুন/১৮ পর্যন্ত)
	ফল ও সবজির উৎপাদিত চারা/কলম	সংখ্যা (লক্ষ)	৭৬.০
নিরাপদ ফসল ব্যবস্থাপনা	আইপিএম ও আইসিএম বিষয়ে প্রশিক্ষিত কৃষক	সংখ্যা	৩৮৫০০
ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসের প্রচারণা	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	১৬
	মূদ্রিত পোস্টার/লিফলেট	সংখ্যা	১৩৩০৮
ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ	কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ধান বীজ	মেট্রিক টন	৫৪৩৮২
	কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত গম বীজ	মেট্রিক টন	৪৯৭০
	কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ডাল বীজ	মেট্রিক টন	১০৭৫
	কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত তেল বীজ	মেট্রিক টন	৭৭৫
	বিতরণকৃত ভিত্তি বীজ	মেট্রিক টন	১৪
লবণাক্ততা, খরা, তাপ এবং জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ বিতরণ	প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের বিতরণকৃত বীজ	মেট্রিক টন	৪৩০
কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর mnRjfতা বৃদ্ধি	উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত পাওয়ার টিলার বিতরণ	সংখ্যা	৪৪০
	উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত পাওয়ার থ্রেসার বিতরণ	সংখ্যা	১৫৭৩
	উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত রিপার বিতরণ	সংখ্যা	১৯৪১
	উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত ফুটপাম্প বিতরণ	সংখ্যা	১০০
	উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত সিডার বিতরণ	সংখ্যা	১১৯৭
	উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত কম্বাইন হারভেস্টর বিতরণ	সংখ্যা	৫৪১
জৈব সার, সবুজ সার ও জীবাণু সারের ব্যবহার জনপ্রিয়করণ	প্রশিক্ষিত কৃষক	সংখ্যা	১৪৮২০
	স্থাপিত কম্পোস্ট/ভার্মি কম্পোস্ট স্তুপ	সংখ্যা (লক্ষ)	৭.৫৫
	স্থাপিত সবুজ সার প্রদর্শণী	সংখ্যা	৬৮৭৮
কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও	২.রাসায়নিক সার বিতরণ	মেট্রিক টন	ইউরিয়া - ২৪২৫০০০

কার্যক্রম		একক	মোট অর্জন (জুলাই/১৭-জুন/১৮ পর্যন্ত)
সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ		মেট্রিক টন	টিএসপি- ৬০০০০০
		মেট্রিক টন	ডিএপি- ৮০০০০০
		মেট্রিক টন	এম ও পি - ৮০০০০০
		মেট্রিক টন	এনপিকেএস- ৫০০০০
		মেট্রিক টন	জিপসাম- ২৫০০০০
		মেট্রিক টন	জিংক সালফেট -১০০০০০
		মেট্রিক টন	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট- ৬০০০০
		মেট্রিক টন	বোরণ -৩০০০০

- বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খরিপ-২/২০১৭-১৮, রবি/২০১৭-১৮ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৬১ টি জেলায় ৫৪১২০১ জন কৃষকের মাঝে ৫৮৭৫৭৯ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খরিপ-২/২০১৭-১৮ মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার ফলে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ৪৫ টি জেলায় ১০৮৪০ জন কৃষকের মাঝে ৯০.৮৬৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- খরিপ-১/১৭-১৮ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ এবং কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে এবং পাট ও আখ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবহন ও অন্যান্য বাবদ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় যথাক্রমে ৬৪ (উফশি আউশ) ও ৪০ (নেরিকা আউশ) টি জেলায় ২২০৪১২ জন কৃষকের মাঝে ৩৯৬২.৮৩২৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে রাজস্ব অর্থের আওতায় ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ও গ্রহণকরণ কার্যক্রম এর আওতায় ৬৪ টি জেলায় ৯৮৪০০ জন উপকারভোগী কৃষকের মাঝে ৩৯৯৬.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

- বন্যায় দেশের অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ১৮টি জেলায় ১,৭৬,২০২ জন কৃষককে রবি/২০১৭-১৮ মৌসুমে বোরো, গম, ভূট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, ও খেসারি চাষে সহায়তা করার জন্য ১৯৯৯.৯৯৫৫১ লক্ষ টাকা কৃষি পূনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছ।

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চলতি রোপা আমন/২০১৭-১৮ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নাবী জাতের রোপা আমন ধানের চারা ক্রয় ও রোপা আমন ধান- ব্রিধান ৩৪ (সুগন্ধি ধান) জাতের বীজ ক্রয়ের জন্য ৬৯.০১৬৬৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খরিপ-১, ২০১৮-১৯ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৯৩.২০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বালাইনাশক রেজিট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমূলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ৪,৩৩,০২,৪৮৫/- রাজস্ব আয় হয়েছে। যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।

- মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ২৩১টি উদ্যান ফসল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির জন্য আমদানি অনুমতিপত্র (Import Permit) প্রদান ও রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ পত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় হয়েছে ৬৩,৮১,৬৬,৪১০/-টাকা । যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।

- সংগনিরোধ উইং এর সকল কার্যক্রম অটোমেশন সিস্টেমের আওতায় আনার জন্য International Finance Corporation (IFC) এর তত্বাবধায়নে Syness IT(Information Technology) এর সহযোগিতায় অটোমেশন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের পথে রয়েছে।

- কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে রপ্তানি যোগ্য ফল ও শাক-সবজি উৎপাদনের জোরদার মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে।

- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‍্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

- সেচের পানি অপচয় রোধে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতি-সহ অন্যান্য সেচসহায়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ।

- দুর্যোগ বিষয়ক যাবতীয় তথ্য এবং দিক নির্দেশনা ডিএইর ওযেবসাইট ডিএইর মাঠ পর্যায়ের জনবল এবং কৃষকদের অবহিত করা।

- মাঠ পর্যায়ে সার সরবরাহ ও বিতরণ পরিস্থিতি মনিটরিং জোরদার এবং সুষম সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরা হচ্ছে।

- উচ্চ মূল্যের ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষি যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

- ভাসমান কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।

- নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (IFMC) এর মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠন তৈরীর কাজে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- সব্জী ও ফল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২১টি জৈব বালাইনাশক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও মাঠদিবসের মাধ্যমে বালাইনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

- অধিকতর ক্ষতিকারক বালাইনাশক রেজিষ্ট্রেশন প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন এবং কম ক্ষতিকর ও পরিবেশ বান্ধব বালাইনাশক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- বালাইনাশকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৮ সালে বালাইনাশক ব্যবহৃত হয়েছে ৪৮৬৯০ মে.টন পক্ষান্তরে ২০১৭ সালে বালাইনাশক ব্যবহৃত হয়েছে ৩৭২৫৮ মে.টন।

- প্লান্ট ডক্টরস ক্লিনিকের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪০০০ জন কৃষককে উদ্ভিদ সংরক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে। ই-প্লান্ট ক্লিনিকের মোবাইল এ্যাবসের মাধ্যমে কৃষককে উদ্ভিদ সংরক্ষন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ধানের অতন্ত্র জরিপ ও আইপিএম কর্মকান্ড শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ১৪টি আঞ্চলিক অফিসে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৫৫ জন কর্মকর্তাকে ধানের অতন্ত্র জরিপ বিষয়ে অবহিত করা

হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও সেসন গাইড অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে।

- বাংলাদেশ ফাইটোসেনেটারি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরিতে নতুন মেশিনারিজ যথা: Polymarase Chain Reaction(PCR), Biology, Soft X ray সহ অন্যান্য মেশিন install করা হয়েছে ।

- দেশ-বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল, ও সবজির জাতগুলো সংগ্রহ করে, সেজাতগুলো এদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাই করে উপযোগি জাত সমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (আগাম, নাবি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃগাছ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন চারা কলম তৈরি করে ওই সব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফল-সবজির চারা/কলমসহ বিভিন্ন বীজ ও অন্যান্য টারা/কলম ও দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৩,৫৯,৬৮,৯২৫/- টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩২৮৫০৩৯ টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফলের চারা/কলম উৎপাদন করা হয়েছে ২৫৮৯০৭৪টি। সবজি চারা উৎপাদিত হয়েছে ২৫৩৮৭৪৮ টি, মসলা চার,ওষধি ও শোভাবর্ধনকারী চারা/কলম উৎপাদন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৭৪৫৭৪টি,৫৬৩৯৭টি ও ১৪২৩৮৩টি । সবজিবীজসহ অন্যান্য (মসলা,কন্দাল,লিগিউম,ফলজ,ফুল ও বনজ) বীজের মোট উৎপাদন হয়েছে ৩২৮৯ কেজি। এছাড়া অন্যান্য চারা/কলম (ফুলের চারা,মৌসুমি ফুল,বনজ, অপ্রচলিত) উৎপাদন হয়েছে ৫০৫৩৯১টি এবং পামজাতীয় চারা (নারিকেল,সুপারি,খেজুর,পামওয়েল) উৎপাদন হয়েছে মোট ২২৮২৮০টি। মাশরুম উন্নয়ন ইস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাশরুম স্পন উৎপাদিত হয়েছে ২৬৯৩৩ কেজি।

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারা দেশে ফলদ বৃক্ষ ১২৯২১৯৮৯ টি এবং ঔষধি বৃক্ষ ১৩৫১৮৫৯ টি সর্বমোট ১৪২৭৩৮৪৮ টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় ফল প্রদর্শনী এবং প্রতি জেলা ও উপজেলায় ফলদ বৃক্ষ মেলা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা ।

- কৃষকের দোরগোড়ায় সব ধরনের ডিজিটাল সেবা পৌছে দেবার জন্য দেশব্যপী ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু' নামে দুইটি অ্যাপস চালু করেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু' ফোনসেবার মাধ্যমে মানুষ কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য পাবেন। কোন সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করতে পারবেন। মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত ৩৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ও ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন। এ পর্যন্ত ৬৮৮৭৭ বার কৃষকের জানালা ও ১৬৬৫২৩ বার কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা পঠিত হয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ভিজিট করেন।

- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন নোটিশ প্রচার, মাঠে বালাই দমনে আগাম নির্দেশনা প্রদান, মৌসুমভিত্তিক ফসল সংরক্ষণে তাৎক্ষনিক বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, অনলাইনে ফসলের বিভিন্ন অবস্থা ও অগ্রগতির রিপোর্ট গ্রহণ, সার আমদানিকারক, প্রস্তুতকারক, বিতরণকারীদের তালিকা, ফাইটোসেনেটারি সার্টিফিকেট প্রকাশ, নিয়োগ বিজ্ঞাপন এবং ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি ।

- **(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পঃ**

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি বহুমূখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বছর ব্যাপি ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, সম্মন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, সমন্নিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য দূরিকরণ, দুর্য়োগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত ২১ টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান/বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২১ প্রকল্পে মোট আরএডিপিতে বরাদ্দ ৫৩৬.৯৪ লক্ষ টাকা, তম্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৫২৩.৮৬ লক্ষ টাকা।

১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলাজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস। ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রম সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান/নবগঠিত কৃষক গ্রুপ ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (PO)-সমূহের স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ অক্টোবর/১৫-সেপ্টেম্বর/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৫৭ টি জেলার ২৭০ টি উপজেলা ও ২৭১৫টি ইউনিয়ন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১২৬২২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১১৯৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: জাতীয় প্রশিক্ষণ ২০৬৫৩ ব্যাচ, বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর/ভিজিট/প্রশিক্ষণ ২৬০ জন, জাতীয় সেমিনার/ ওয়ার্কশপ (আঞ্চলিক কর্মশালা) ১৬টি,সিআইজি মাইক্রো সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ২৭১৫০টি,ইউনিয়ন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ২৭১৫টি, উপজেলা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ২৭০টি, মাঠ দিবস ৪৪৮৮টি,পেস্ট এন্ড সিড মিউজিয়াম ৯৬৭টি, এক্সপোজার ভিজিট ৫৪০, কৃষক প্রশিক্ষণ ৭৩৮৯২০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪১৫০ জন, ডিএই স্টাফ ট্রেনিং ৪২৯০ জন,এসএএও প্রশিক্ষণ ১৩০৮০ জন, প্রদর্শনী ৫১১৪১ টি, জাতীয় কর্মশালা ১৬টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় ১১টি।

২। বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটেরি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশি পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নিরাপদ ও ঝুকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিৎকরণ এবং আন্তজাতিক বিধি বিধান (IPPC এবং WTO-SPS Agreement) অনুসরণ পূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্য়ক্রম গতিশীল ও বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৮৩২০.১৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ১৩ টি জেলার ১৫টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১০৬৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১০৩১.০৫ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ১৫টি, বিদেশ প্রশিক্ষন ৩৭ জন, বিদেশ শিক্ষা সফর ৮জন, সেমিনার/ ওয়ার্কসপ ২টি,কলসানটেন্ট (প্রকিউরমেন্ট, পিআরএ এবং সেক্টরাল স্ট্রাডি) ১২এমএম, মেরামত ও সংরক্ষণ ৩৩।

৩। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প,ডিএই অংগ,

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ এলাকা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। সবজি বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা । দল ভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষকের সক্ষমতা বাড়ানো। খামার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক কলাকৌশলের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩ -জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৫১১.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৩৭৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৩৬৯.০৩২ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমের ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় পতিত জমির সদ্বব্যবহার, নতুন লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত, ফসল আবাদ ও চাষাবাদের নতুন কৌশল ব্যবহার করে আবাদি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষক প্রশিক্ষণ ৬০৫ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৩২৫১টি, প্লানিং একটিভিটি ওয়ার্কশপ ১টি, রিভিউ ওয়ার্কশপ ৯টি,মটিভেশনাল ট্যুর ২২টি, অফিস ইকুইপমেন্ট ১০টি, পাওয়ার টিলার ৪৪০টি, হ্যান্ড স্প্রেয়ার ৪০০০টি বিতরণ করা হয়েছে।

৪। ব্লু গোল্ড কর্মসূচীর আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প ,ডিএই অংগ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩৬৪.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪ টি জেলার ২৫টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৪০৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৪০২.৭৩৬০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী-৭০টি, মেলা ১টি, কৃষক মাঠ স্কুল ৩৫৬টি, সিজনাল রিভিউ ওয়ার্কশপ ১৬টি, এফটি এপ্রেন্টিস ৭২ জন, কৃষক ক্লাব/সংগঠক সহায়তা-২৫৬টি, ট্যাগ এসএএও প্রশিক্ষণ ৬০ জন।

৫। খামার যান্তিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়,

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পশুশক্তি ও মারাত্মক শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেইক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৩৯৪৩.৯৬ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা।

২০১৮-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৯৮৮.৮৬ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : মেকানিক প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ১টি, শিক্ষা সফর ১টি, ল্যাবরেটরি স্টাফ প্রশিক্ষণ ১টি, প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস ২৯৫৪টি, যান্ত্রিকী খামার প্রদর্শণী ২০টি, হায়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং) ৬৭২ জন, খামার যন্ত্রপাতির জন্য উন্নয়ন সহায়তা ৬০০৪টি। সেবা প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি ও ট্রে সরবরাহ ৬০০০০টি।

৬। সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। মাল্টা,কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। ভিটামিন-সি সহ অন্যান্য মিনারেল সরবরাহ নিশ্চিৎকরণ। উন্নত মাতৃগাছ সনাক্ত ও নির্বাচন করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৯৭০.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ১৭ টি জেলার ৬৭টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৪৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৩৯.৮৯ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কমলা ও মাল্টাসহ অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলের চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১৭ টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো লেবু জাতয়ি ফলের ব্লক প্রদর্শনী ৯৩৫টি, বসতবাড়ি প্রদর্শনী স্থাপন ৮৩৫৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৯২৯০ জন,মটিভেশনাল ট্যুর ১৭টি, মাঠ দিবস ৪১টি, নার্সারি ব্যবস্থাপনা ও রিভলবিং ফান্ড ১৫।

৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারকরণ। বালাইনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করা।পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতি না করে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৮৫০.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার ২৭৫টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১০২৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১০২৩.৬৩ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প ৫বছর মেয়দে দেশের ৬৪টি জেলার ২৭৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুল (সবজি) ১০০০টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ধান) ২০০টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ফল) ১০০টি, পোকা ব্যবস্থাপনা ওয়ার্কশপ ১২টি, জৈব কৃষি ও জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ৬২৫টি।

৮। খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মাঠ পর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো। সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/২০

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৮৯৩.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪৫ টি জেলার ১৩৪টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮২০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮১৯.৯০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষন ২৪৬ ব্যাচে ৭৩৮০ জন, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচে ১৫০ জন, কারিগরি কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ৩ ব্যাচে ৯০ জন,শিক্ষাসফর (বৈদেশিক) ১ ব্যাচ, এডব্লিউডি প্রদর্শন ৩৯৫টি, ড্রিপ সেচ ১৫৮টি, ফিতা পাইপ সেচ ১৫৮ টি, হ্যান্ড সাওয়ার সেচ ৩১৬টি, এসআর আই ৩১৬টি, বেড নালা পদ্ধতি ২৩৭টি, কৃষক মাঠ স্কুল ৭৯টি, মাঠ দিবস ২৩৭টি, ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ ৮০টি।

৯। চাষী পর্যায়ে উন্নত ধান,গম, পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প,

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন সহায়তা করা। কৃষকদেরকে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদনে দক্ষ কৃষক হিসাবে গড়ে তোলা। চাষী পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করা । উন্নত জাতের বীজ সমূহ কৃষকদের মাঝে দ্রুত সরবরাহ ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১২৫০.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩২৬৬.০০লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩২৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ৬৪৯৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৯০০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩৩০ জন, জাতীয় কর্মশালা ১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ২৮টি, আউশ বীজ প্রদর্শনী ১০৭৭০ টি, আমন বীজ প্রদর্শনী ১৭৮৮০টি, বোরো বীজ প্রদর্শনী ২১০৩০টি, গম বীজ প্রদর্শনী ৯৮৭০টি, পাটবীজ প্রদর্শনী ১৯২০টি, মাঠ দিবস ২৫৫২টি।

১০। চাষী পর্যায়ে উন্নত ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প,

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ চষী পর্যায়ে উন্নত ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা । ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজের ঘাটতি পূরণ করে আমদানি বন্ধ করা। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দারিদ্র বিমোচন ও মহিলাদের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনে সম্পৃক্ত করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৯৪৫.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিত সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৪৩৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৪৩১.৯২৯ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯৫৬০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৫৬০ জন,মাঠ দিবস ২৩৯৩টি,জাতীয় কর্মশালা ১টি,আঞ্চলিক কর্মশালা ১৩টি। মুগ প্রদর্শনী ৩০০০টি, মশুর প্রদর্শনী ৩০০০টি, খেশারী প্রদর্শনী ২০০০টি, তিল প্রদর্শনী ৭৫০টি, সরিষা প্রদর্শনী ৭০০০টি, মাসকলাই প্রদর্শনী ১৭৫০টি, পেঁযাজ প্রদর্শনী ৪০০টি, ফেলন প্রদর্শনী ১০০০টি, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ২টি।।

১১। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পে প্রধান উদ্দেশ্য হলো এদেশের কৃষি প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা, যারা কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা যুব সমাজে সম্প্রসারণ করবেন। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ হবে।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৩৩৫.৭৭ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২ টি জেলার ২ টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১০৭১.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১০৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৩ তলা অফিসার্স ডরেমেটরি নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২ তলা স্টাফ ডরমেটরি নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪ তলা বয়েজ ও ৩ তলা গার্লস হোস্টেল নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২তলা কৃষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।

১২। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (আইএফএমসি) প্রযুক্তি ব্যবহার ও খামারের বহুমূখিকরণ করে খামারের মোট কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক কিষাণীদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন। কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক কিষাণীদের ক্ষমতায়ন করা, সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী এবং ক্ষুদ্র ঋণ

প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগসূত্র তৈরি করা যাতে করে খামারের লাভ বৃধ্বি পায়। কৃষক কেন্দ্রিক সম্প্রসারণ সেবা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা (Dialogue) জোরদার করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬১ টি জেলার ৩৭৩টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৩৭০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৩০৮.৮৩ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বিভাগীয কর্মকর্তাদের ক্রাশ কোর্স ৩০০ জন, প্রশিক্ষণ ৬৫০ জন, কর্মকর্তার শিক্ষা ভ্রমণ ১৫ জন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ১৭৩৬ টি, প্রশিক্ষন কেন্দ্র মেরামত ৪টি, কৃষক স্কুল মাঠ বাস্তবায়ন ৩৮৪৪টি, পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা কর্মশালা ৮০টি, মনিটরিং ও ব্যাকসাটপিং ৪০০০টি, জাতীয় কর্মশালা ৭টি, বিদেশে শিক্ষা সফর ১৫ জন।।

১৩। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০ % বৃদ্ধি পাবে।(২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। । (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৪- জুন/২০।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭২৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৮৭০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৮৬৬.৪৬ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী ৪৪৭৭ টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৫০২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪০ ব্যাচ, কৃষক গ্রুপের সদস্যদের কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত বিষয়ক আবাসিক প্রশিক্ষণ ০১ ব্যাচ, ডিএইর অফিসার্স প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ, ডিএইর স্টাফ প্রশিক্ষণ ৫০ ব্যাচ, প্লানিং ওয়ার্কশপ ০৫টি, রিভিউ ওয়ার্কশপ ০৩টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১৯ ব্যাচ, প্রকল্পের আওতায় রিপার ৪০৪টি, ফিতা পাইপ ৩৪০ সেট ও এলএলপি ৭১টি কৃষক গ্রুপের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

১৪। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প,

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিজোযনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উন্নত জাত, মানসম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ভিত্তিক পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলন ব্যবধান কমানো।।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ মার্চ/১৫- জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪ টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৬৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৬৩৩.৯২ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস ১৪০টি, কৃষি মেলা ৩৪ টি, কৃষক প্রশিক্ষন ৪৫০০০ জন,কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ৩০ জন, এসএএও প্রশিক্ষন ৬০০ জন, প্রদর্শনী ৪৭৬০ টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ ৪টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৮৪টি, এক্সপ্রোজার ভিজিট ১ ব্যাচ।

১৫। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলা সহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। (২) দেশিয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ক্লাব ভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মান সম্পন্ন ও নতুন জাতের চারা/কলম উৎপাদন বৃদ্ধি । (৩) প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। (৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫- জুন/২১।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৯৯২৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৭৯৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৭৬৮.১৩ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী কৃষক প্রশিক্ষণ ১২৫২ ব্যাচ, স্প্রেম্যান প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, নার্সারী ম্যান প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, সিএইচপি প্রশিক্ষণ ১ ব্যাচ, মালি প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১০ ব্যাচ, বিদেশ কর্মশালা ১ ব্যাচ, বিদেশ শিক্ষা সফর কর্মকর্তা ২ ব্যাচ, আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ ৫টি, বণিজ্যিক মিশ্র ফল বাগান প্রদর্শনী ১৬০০টি, বাণিজ্যিক ফল বাগান প্রদর্শনী ৩০০টি, বসতবাড়ি বাগান প্রদর্শনী ২৫০০টি, ড্রাগন বাগান প্রদর্শনী ১০০টি, রামবুটার ১০টি, লংগান ১০টি, আরবি খেজুর ১০০টি, বসতবাড়িতে নারিকেল বাগান প্রদর্শনী ১৫০০০ টি, কিচেন গার্ডেন ৫০টি, খাটোজাতের নারিকেল চারা ৮৯১০০টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ১১টি, মিনি ট্রাক ১টি, ফটোকপিয়ার ৯টি, স্ক্রিনসহ প্রজেক্টর ৯টি, স্ক্যানার ১৫টি, পাওয়ার টিলার ৪টি, পাওয়ার পাম্প ২টি, বৈদ্যুতিক মটর ২টি, ফুট স্পেয়ার ৩৬টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ৬টি, হ্যান্ড চালিত স্প্রেয়ার ৩৬টি, রিফেক্টোমিটার ৬টি, স্যালাইন মিটার ১০টি সীমানা প্রাচীর (হর্টিকালচার সেন্টার) ২০০০ আরএম, স্বচ্ছ বীজতলা ১০টি, ফল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ১টি।

১৬। ইউনিয়ন পর্যায় কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প,

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এস এ এ ও দের জন্য ২৪টি অফিস-কাম-রেসিডেন্স, ইনপুট স্টোরেজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মান, অফিস চত্বরে মাতৃবাগান স্থাপন, দূর্যোগপ্রবন এলাকায় দুর্যোগকালীন জরুরী আশ্রয় সুবিধা প্রদান।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৬-জুন/১৯ ।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৩৮৬.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২১টি জেলার ২৪ টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১১৮৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১১৮৭.৬৮ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ভবন, সোলার সিস্টেম, সাইট ডেভেলপমেন্ট ও অভ্যন্তরিণ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান।

১৭। কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়),

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ নিশ্চিতকরণ।উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ডাল,তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ডাল, তেল ও মসলা আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামিণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুষম মাত্রায় ডাল, তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করা । উন্নত মানের বীজ ব্যবস্থাপনায় ও মৌ চাষে মহিলাদের অংশ গ্রহণে গ্রামিণ দারিদ্র হ্রাস। শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত করে পানি সাশ্রয় ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭ -জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৬৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ১৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৪৩৮.৩৬ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-৩০৯ ব্যাচ (৯২৭০ জন), এসএএও প্রশিক্ষণ ৭৪ ব্যাচ,কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ (৩০০ জন), মৌ পালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্স ১ব্যাচ, বৈদেশিক প্রশিক্ষন ২০ জন, জাতীয় কর্মশালা ১টি, জীপ ১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ১টি, ডিজিজটাল ক্যামেরা ২টি, ময়েশ্চার মিটার ১৪৭৩টি, মৌ বাক্স এবং মধু এক্সট্রাক্টর ১০০টি।

১৮। সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি তেল/বিদ্যুৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূ-উপরিস্থ পানির নূন্যতম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা । ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সেচ খরচ কমানো। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সচেতন করে তোলা। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামিণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৫৭০.৩৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪১ টি জেলার ১০০টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৮৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৭১.০৯৬ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ ২৪৭৫ জন,জাতীয় কর্মশালা ১টি,ডাবল কেবিন পিকআপ ১টি,মটর সাইকেল ৫টি।

১৯। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি সমূহের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো। জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে বহুমূখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করা। চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কচুরিপানা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২৪ টি জেলার ৪৬টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৫৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৪৬.৬১৬৬ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: উপকার ভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৭৯ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ১ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ সফর ২ ব্যাচ, জাতীয় কর্মশালা ১টি, জাতীয় সেমিনার ১টি, ভাসমান বেডে মসলা প্রদর্শনী ৩৪৫, লতাজাতীয় সবজি প্রদর্শনী ৩৪৫, লতাবিহীন সবজি প্রদর্শনী ১৭২।

২০। বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফলও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য শাক সবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সমূহ সম্প্রসারণ করা। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্যকরী প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের জন্য ব্লক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকসমূহকে মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করা। শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের গুণগতমান ও উৎপাদন বাড়ানোর ও বর্হিবিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৬৪.৮০৭৯১ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ব্লক প্রদর্শনী ২১টি, সেক্স ফেরোমন ট্রাপ ৩৭৫০, আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ ১০০০, ফলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ ৪০০, সেক্স ফেরোমন লিউর ৫০০০, অনুবীজসহ সয়েল রিচার্য ১৫০ কেজি, জৈবিক দমন পদ্ধতির এজেন্ট ৫০০, জৈব বালাই নাশক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকা দমন ২৮,বিভিন্ন সবজি জাতীয় ফসল ৫ ব্যাচ, বিভিন্ন ফল জাতীয় ফসল ৩ ব্যাচ,প্রশিক্ষন ২৮ ব্যাচ, ন্যাপসেক স্প্রেয়ার ৬০, ফুটপাম্প ৬০, কম্পিউটার ১০টি, লেজার প্রিন্টার ৮টি, স্কানার ২টি, ডিজিটাল ক্যামেরা ৮টি, ফটোকপি মেশিন ২টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৪টি।

২১। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকের কাছে পৌঁছানোর এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে ডিএই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়া এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের সাথে কৃষকের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্য উপাত্ত প্রণয়ন করা । কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকের উপযোগী ভাষায় বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই১৬/জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ১১৯১৮.০৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার ৪৮৭ টি উপজেলা,৪০৫১ টি ইউনিয়ন পরিষদ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১০৭৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৫৫.৯১ লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি নিয়মিত সভার আয়োজন করছে। সারা বাংলাদেশে ১৫০০০ কৃষক গ্রুপ থেকে ২ জন কৃষক প্রতিনিধির নাম, ঠিকানা মোবাইল ফোন নম্বর সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। এ ডাটাবেজে জুন ২০১৮ পর্যন্ত কৃষক গ্রুপ থেকে ২০০০০ জন কৃষক প্রতিনিধির তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এসএমএস এর মাধ্যমে ধানের ব্লাস্ট রোগের প্রকোপে করণীয় সম্পর্কে ১৮০০০ কৃষককে অবহিত করা হয়েছে। হাওড় অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে সম্মিলিতভাবে কার্যক্রম চলছে। কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে বামিস পোর্টাল এর ডিজাইন প্রণয়ন এবং বেইজলাইন সার্ভের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্মকান্ড গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ ও ক্রপ সিমুলেশন মডেল তৈরির জন্য খসড়া সমঝোতা স্মারক তেরি করে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অনতিবিলম্বে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে। ৬৪টি জেলায় এগ্রোমেট সার্ভিস রুম ও পিআইইউ সংস্কার করা হয়েছে। অফিসের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী এবং ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে।
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল এক্সপোজার ভিজিটে অংশগ্রহণ করে নেপালে চলমান সমজাতীয় একটি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে এসেছে। এছাড়াও উক্ত অর্থবছরে ২০টি ব্যাচে মোট ৬০০ জন কর্মকর্তাকে কৃষি আবহাওয়া তথ্য সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে ১টি ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৪টি সহ আয়োজিত মোট ১৫টি কর্মশালায় সর্বমোট ১১৮৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

চ. রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৯টি কর্মসূচি চলমান/বাস্তবায়িত হয়েছে।
কর্মসূচি গুলো হলোঃ

১। ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন। উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা। কৃষকের পুষ্টি চাহিদা পূরণ আয় বৃদ্ধি।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৬-জুন/১৮, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৬৭.৯৮ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৫৩.০৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ ৭০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ১৮৬টি, কৃষক মাঠ স্কুল ৬টি, মাঠ দিবস ৪৩টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ২৯০০টি।

২। উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচির আওতাধীন উপজেলাগুলোতে ব্যাপক হারে খাটো জাতের নারিকের সম্প্রসারণ করা। নারিকেল চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। নারিকেল ধারণের পর্ব পর্যন্ত আন্ত ফসলের চাষ। বীজ নারিকেলের সারাদেশে সম্প্রসারণ। বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা। চাষীদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৬-ডিসেম্বর/১৮, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৯২৫.৭৪ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৩৬০.৬১ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৩৬০.৬১ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ ১৭ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ২ ব্যাচ, বীজ ও উদ্ভিদ (নারিকেল চারা) ৪৮৬৪৩টি

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ বিদ্যমান ফল বাগানসমূহকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। ফল বাগান ব্যবস্থাপনায় কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ । কৃষকদের আর্থমাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও যুবকদের কর্সংস্থান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন। পার্বত্য এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ**২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ২৪.৯৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৫০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৮৮০টি ও অন্যান্য।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ১৮০.৬০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৬২.৬০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৬২.৪৮ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৬১ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৬০০টি ও অন্যান্য।

৫। কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভূট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় ভুট্টা, মিষ্টি কুমড়া ও বাদাম চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ২৯৪.৫২ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৪১.৬৪ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৪১.৬৪ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৫০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ -১২ ব্যাচ, ভূট্টা প্রদর্শনী -৪২০টি, মিষ্টিকুমড়া প্রদর্শনী- ৪০০টি, বাদাম প্রদর্শনী- ৫৭০টি, কম্পোষ্ট পিট স্থাপন প্রদর্শনী- ৮৪০টি, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী- ৬৫০টি।

৬। মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফল ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করা, দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৭৫৩.৬৭ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৩৩.৬১ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৩৩.৬১ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী- ২৬টি, টিসু কালচার ল্যাব স্থাপন, অফিস সরঞ্জাম ও পূর্তকাজ।

৭। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় ধান ভিত্তিক ফসল বিন্যাসে বছরে ৪টি ফসল আবাদ করে শস্য নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্মান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা । কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৩৪৩.৬৬ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৫৬.৪০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৫৬.৪০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৭৫ ব্যাচ, রোপা আউশ প্রদর্শনী -৪২৭টি, বোরো প্রদর্শনী- ৩০০টি, রোপা আমন প্রদর্শনী- ৩৭৫টি, আলু প্রদর্শনী- ১২টি, সরিষা প্রদর্শনী- ৩০০টি, মুগ/ মসুর প্রদর্শনী- ২৭০টি, পাট প্রদর্শনী- ৬৪টি, পেয়াজ প্রদর্শনী- ৬৪টি, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী- ৫১০টি।

৮। নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ পান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ও রপ্তানীযোগ্য গুনগতমান সম্পন্ন পান উৎপাদন বৃদ্ধি করা । সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পান বরোজ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কৌশলের মাধ্যমে পান চাষকে লাভজনক করা। পান পাতা বাছাই, জিবানুমুক্তকরন ও বাজার জাতকরণের নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পান চাষির আয় বৃধ্বি করণ
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৬৮০.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৬৫.৫০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৬৫.৫০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ২২১ ব্যাচ, কর্কর্ো প্রশিক্ষণ - ২৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ - ৫২ ব্যাচ, পান বরোজ স্থাপন প্রদর্শনী- ৬২০টি, চাষী র‍্যালী- ৪৩০টি।

৯। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ পরিবর্তিত জলবায়ু ঝুঁকি বিশেষ করে বজ্রপাত মোকাবেলায় উপযোগী বৃক্ষ চাষ সম্প্রসারণ। পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে জমির যথাযথ ব্যবহার। গ্রামিণ নারীদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ। ভেষজগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদের চাষ সম্প্রসারণ।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৫২,৫০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৫২.৩৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী ১৫৪৭ টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৩২ ব্যাচ।

ছ. উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দানাদার (চাল+গম+ভূট্টা) শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৩৯২.০৩ লক্ষ মে.টন। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উৎপাদন হয়েছে ৪১৫.১৯১ লক্ষ মে.টন। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.১৬১ লক্ষ মে.টন। কৃষকের দোরগোড়ায় সব ধরনের ডিজিটাল সেবা পৌছে দেবার জন্য দেশব্যপী ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু' নামে দুইটি অ্যাপস চালু করেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু' ফোনসেবার মাধ্যমে মানুষ কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য পাবেন। কোন সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করতে পারবেন। মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত ৩৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ও ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন। এ পর্যন্ত ৬৮৮৭৭ বার কৃষকের জানালা ও ১৬৬৫২৩ বার কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা পঠিত হয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ভিজিট করেন।

জ. উপসংহার

কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশে একটি সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৪ সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সমগ্র দেশজুড়ে আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যাদি কৃষকের নিকট সরাসরি পৌঁছানো ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যথারীতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা । সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংপম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপদিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

ঝ. নির্বাহী সার সংক্ষেপঃ

কৃষির সার্বিক কল্যাণের মাঝেই দেশের উন্নয়নের বীজ সুপ্ত রয়েছে। এ দর্শন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেই জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকারও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশীয় গবেষণা ও বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত, কৃষি যন্ত্র ও চাষ পদ্ধতি কৃষকদের নিকট হস্তান্তর করে দানাদার ফসল ও বিভিন্নমূখী সবজি উৎপাদনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল-৩৬৪.৭৩৪+গম-১১.৫৩০+ভুট্টা-৩৮.৯২৭) উৎপাদন হয়েছে ৪১৫.১৯১ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১০৯.৯৭৬ লক্ষ মে.টন, পাট উৎপাদন হয়েছে ৮৮.৯৪৭ লক্ষ বেল, সবজি উৎপাদন হয়েছে ১৫৯.৫৪৩ লক্ষ মে.টন, তৈল জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ৯.৭০১ লক্ষ.মে., ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ১০.৩৮৬ লক্ষ মে.টন, মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ৩৯.৪০৬ লক্ষ মে.টন । খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রতিবছরেই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদনশীলতার এরুপ ধারাবাহিকতায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।